আজমির দরগায় বোমা বিস্ফোরণে অভিযুক্তরা সহজেই ছাড় পেয়ে গেল

স্বামী অসীমানন্দের কথা মনে পড়ে? আরএসএস সংগঠক এই নেতা। ২০০৬ থেকে ২০০৮-এর মধ্যে ছয়টি সন্ত্রাসবাদী বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় অভিযুক্ত ছিলেন। বিশেষত ২০০৭-এ সমঝোতা এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণ, মক্কা মসজিদ বিস্ফোরণ এবং আজমির দরগা বিস্ফোরণে তিনি 'মাস্টার মাইন্ড' হিসাবে কাজ করেছিলেন বলেই অভিযোগ।

২০০৭-এর ১৯ ফেব্রুয়ারি, দিল্লি থেকে লাহোরগামী সমঝোতা এক্সপ্রেসের দুটি কোচ বোমা বিস্ফোরণে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়। ৬৮ জন মারা যান, যাঁদের বেশিরভাগই পাকিস্তানের অধিবাসী। ১৮ মে ২০০৭, হায়দরাবাদে মক্কা মসজিদে শুক্রবারের বিশেষ প্রার্থনার সময়ে বিস্ফোরণ ঘটে। ৯ জন মারা যান। ৫৮ জন আহত হন। ১১ অক্টোবর ২০০৭, আজমিরের দ্বাদশ শতকের সুফি দরগায় রোজা শেষে ইফতারের সময়ে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। ৩ জন মারা যান, ১৫ জন আহত হন।

সম্প্রতি আজমির দরগা বিস্ফোরণের মামলায় এন আই এ-র পেশ করা মূল চার্জশিটে (৮মার্চ) সেই অসীমানন্দকেই বেকসুর খালাস করে দেওয়া হল এবং অপর দুই বিস্ফোরণ মামলায়ও তিনি জামিন পেয়ে গেলেন। এ ছাড়া আজমির দরগা বিস্ফোরণ মামলায় এন আই এ তার মূল চার্জশিটে (২২ মার্চ) প্রবীণ আর এস এস নেতা ইন্দ্রেশ কুমার এবং হিন্দুত্ববাদী নেত্রী সাধ্বী প্রজ্ঞা সহ আরও চারজনকেও 'উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ না থাকা'র কারণে মামলা থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। অথচ কোর্টে বিচারকের কাছে স্বীকারোক্তি দিয়ে অসীমানন্দ জানিয়েছিলেন যে, সমঝোতা এক্সপ্রেস সহ বিস্ফোরণের ঘটনাগুলিতে তিনি এবং আরএসএস-এর হিন্দুত্ববাদী নেতারা যুক্ত ছিলেন। যদিও পরে তিনি ওই স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেন। আজমির দরগা বিস্ফোরণ মামলায় যে তিনজনের যাবজ্জীবন সাজা হয়েছিল, তারা সকলেই আরএসএস-এর সক্রিয় কর্মী। এর দ্বারা কি এটা প্রমাণিত হয় না যে, এই পরিকল্পনার পিছনে আরএসএস সক্রিয়ভাবে ছিল? এনআইএ কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই ২০১৪ সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর এই মামলাগুলির বিচার প্রক্রিয়া প্রভাবিত হতে থাকে। গত ২৫ এপ্রিল বোম্বে হাইকোর্ট মালেগাঁও বিস্ফোরণে অন্যতম অভিযুক্ত সাধ্বী প্রজ্ঞাকে 'প্রমাণের অভাবে' জামিন দিয়ে দিল। এর ফলে দাঙ্গা ও হিংসাত্মক ঘটনা আরও প্রশ্রয় পেতে থাকবে এবং ধর্মীয় মেরুকরণের পথে এর থেকে ভোটে ফায়দা লোটার জন্য বিজেপি সচেষ্ট হবে। এমনিতেই উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনে জেতার পর বিজেপি গো-রক্ষার অজুহাতে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ঘৃণার জিগির তোলায় দেশজুড়ে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা ভীতির আবহ সৃষ্টি হয়েছে। তার উপরে স্বামী অসীমানন্দ, সাধ্বী প্রজ্ঞা সহ অভিযুক্ত হিন্দুত্ববাদী আরএসএস নেতারা বোমা বিস্ফোরণ মামলায় ছাড়া পেয়ে যাওয়ায় তা সংখ্যালঘুদের আরও বেশি করে আতঙ্কিত করে তুলেছে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি বা সংখ্যালঘুদের নিধনের জন্য পরিকল্পিতভাবে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোয় রাশ টানার জন্য এবং সংখ্যালঘু সহ সমস্ত মানুষের আস্থা অর্জনের জন্য প্রয়োজন ছিল বিচারপ্রক্রিয়াকে গণতান্ত্রিক ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা। কিন্তু তা হচ্ছে না। যেমন নারদা পাতিয়া মামলায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা-নেত্রীরা নিম্ন আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলে সেই বিচারপতি এবং তার পরিবারকে অনবরত ফোনে এবং চিঠি পাঠিয়ে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও প্রশাসন কোনও নিরাপত্তা দিচ্ছিল না। পরিস্থিতি এমন ছিল যে দোষীরা হাইকোর্টে গেলে সাতজন বিচারপতি নানা অজুহাতে ওই মামলার শুনানি গ্রহণে অক্ষমতা জানান। কারণ বিচারে হয় তাঁদের বিশ্বহিন্দু পরিষদের বশংবদ হয়ে দোষীদের মুক্ত করে দিতে হত, অথবা যদি তাঁরা নিম্ন আদালতের রায়কেই বহাল রাখতেন, তা হলে তাঁদের অবস্থাও নিম্ন আদালতের ওই বিচারপতির মতোই হত। এই আতঙ্কের পরিবেশ আবারও প্রমাণ করল, গণতান্ত্রিক কাঠামোটাকে অচল করে দিতে না পারলে উগ্র জাতীয়তাবাদ, ধর্মান্ধতা ও ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতি দিয়ে সমাজকে আচ্ছন্ন করা যায় না।

প্রতিবেশী বাংলাদেশে গণআন্দোলনের ঐতিহ্যের কারণে মৌলবাদীদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিচারের মধ্য দিয়ে ফাঁসি দিতে পারা যায়। অথচ এ দেশের শত শত দাঙ্গাবাজ, বাবরি মসজিদ ধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ মেলে না।